ঝরা ফুল

BANGLADARSHAN.COM

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

দেওঘরে

হেথা, গাছের ফাঁকে টুক্‌রো আকাশ
মউল শালের সবুজ ভিড়
উঠেছে দূর মাঠের কোণে
ময়ূর-কণ্ঠ ‘ত্রিকূট’ শির;
পটে-আঁকা তরুর শিরে
চূর্ণ কিরণ-পিচ্‌কিরী,
কানন-ছাওয়া মিঠে আওয়াজ
লাখ’ পাখীর গিট্‌কিরী।
সামনে জরির ফিতায় বোনা
জলের ফণা ফেনিয়ে ধায়,
তটিনীটির নর্ম্ম নটন
ঊর্ম্মি নূপুর তটের ছায়।
জমাট মসীর খণ্ডতলে
ফলে-ভরা পিয়াল-বন
‘টিলার’ উপর ছায়া-আলোক–
উধাও ছুটত বালক-মন

ঝকমকিয়ে হীরের ঢেউয়ে
শিউরে ওঠে ঐ সায়র;
বিমল জলে ঘোম্‌টা খোলে
পদ্মকোরক রক্তাধর।–
তোমার পাশে হেথায় বসে’
মানস-লেখা ফুটিয়েছি,
পাখীর মুখে খেয়াল শুনে’
সকাল-বিকাল কাটিয়েছি।
হে প্রকৃতির ভক্ত-দুলাল,
হে কবিতা-বিভল-প্রাণ,
বাণীর চরণ-শরণ-মধু
দ্বিরেফ সমান কর্‌তে পান।

BANGLADARSHAN.COM

বনের শিরে শিহরিলেই
ঊষার হাসির আবীর বান
মঞ্জুশ্লোকে গুঞ্জরিতে
বীণাপনির স্তোত্র-গান।

শোনো-শোনো তেম্‌নি সুরেই
পাহাড়-চুড়ে ডাক্‌ছে কে–
ধ্যানের দেশে আছিস্‌ কে আয়,
আয় রে চলে’ সব রেখে।
হাসিছে আজ আঁখি ভরি’
হারানো সেই কোমল মুখ,
পুরানো সেই পথের আলো,
ফুরাণো সব দুঃখ-সুখ।
আজ্‌কে তোমায় অথির-উতল
ডাক্‌ছি কিশোর-বন্ধু মোর,
স্বপন-পুরীর ওপার থেকে
মুছাও এসে আঁখির লোর।
প্রবাসের এই কান্নাহাসি,
ক্ষতিলাভের গণ্ডগোল
চিত্ত-দোলায় আজ্‌কে তোমার
দেয় না বন্ধু, রুদ্র দোল।

যাদুকরের মন্ত্রে সখা
মিশিয়েছিলে ঘর ও পর,
বুঝেছিলে ভালোবাসাই
বসুন্ধরাব শ্রেষ্ঠ বর;
মরুদ্যানের মতন মধুর
লাগ্‌ত তোমার স্নেহের কোল,
আজও প্রাণের মর্ম্মমূলে
মুখর তব কণ্ঠরোল।

অন্ত তোমার সাধন পন্থ্‌
কোন্‌ দিগন্ত অন্তরাল?

BANGLADARSHAN.COM

অমৃতেরি মেরুর বুকে
হারিয়েছি ভাই দিক্ ও কাল;
এস গো আজ চিরউদার,
তৃপ্তি সুধায় বুক ভরি’–
মুছাও সখা আঁখি-ঝরা
ফুলের উজল মঞ্জরী।

BANGLADARSHAN.COM

ঝরা ফুল।

আজি দিব দেব, জীবনাঞ্জলি ঢালিয়া,
চিত্ত-দেউলে ‘পঞ্চ-প্রদীপ’ জ্বালিয়া,
ধূপ-সৌরভে দহিব নীরবে
রহিয়া রহিয়া গো।

মেঘ-সীমান্তে চন্দ্রকান্ত ফুটায়ে,
ইন্দ্রধনুতে রঙ্গীণ প্রাবার লুটায়ে,
ভূধর-সোপানে ময়ূর-কণ্ঠ
ময়ূখে এস হে নামিয়া।

বহাও ভুবনে ভাবের অলকনন্দা,
আসুক্ ভাসিয়া দিব্য যোজন-গন্ধা,
নন্দন-ঝরা পারিজাতরাজি
মন্দার অপরাজিতা–
তুলি’ হিল্লোল পরাগ-সাগরে
এস স্বর্লোক-সবিতা।

BANGLADARSHAN.COM

রত্ন-প্রবাল সানন্দে ব্যোম আন্দোলি’,
দীপ্ত কিরীটে ‘আকাশ গঙ্গা’ চঞ্চলি’
হে বুধোত্তম, এস ভক্তের
হৃদয়োৎপলে নামিয়া–
কাঞ্চন-ছটা ধূর্জ্জটি-জটা
ঝরুক্ গলিয়া ঢলিয়া।
কবে কোন্ দিন মধু-চন্দ্রিকা-ক্ষীরোদে,
যোগাসন তব হেরিব কুন্দ-নীরদে–
(মোর) একতারা’টিতে কর্কশ-রূঢ়,
গিট্‌কিরী যাবে থামিয়া।
(আজি) তব পদতলে হৃদয়-অগরু জ্বালিয়া,
ঝরা ফুলে ভরা ডালিটি দিনু গো ঢালিয়া,
ধূপ-সৌরভে দহিব নীরবে
রহিয়া রহিয়া গো।

বাসনা।

ছুট্‌ব আমি সবল প্রাণে
পর্ণ-কুটীর হ’তে,
ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায়
ছুট্‌ব আলিপথে।
বনের মাথায় আঁধার ফুঁড়ে,
শুকতারাটি জাগ্‌বে দূরে,
কাণ জুড়াবে পাখীর গানে
সুরের মিঠে স্রোতে।
এলিয়ে দেব নগ্ন বাহু
গাঙ্গের রাঙ্গা জলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে’ উজান যাব
ঢেউয়ের টলমলে;
তুচ্ছ করে’ জোয়ার ভাঁটা,
এপার ওপার সাঁতার কাটা,
নাচ্‌বে আলো জলের বুকে,
নীল আকাশের তলে।

বুক ফুলায়ে হাল ধরিব,
পাল তুলিব ‘নায়ে’,
মাঝ্‌গঙ্গায় জাল ফেলিব
উদাস আদুল গায়ে;
গাঙ্‌চীলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়্‌বে ভাঙ্গা পাড়ের বাঁকে,
ডাক্‌বে চাতক ‘ফটিক জল’
মেঘের ছায়ে ছায়ে।

বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
মোতির ‘সাত-নরী’;
কদম-কেশর শিউরে উঠে
পড়্‌বে ঝরি ঝরি।

BANGLADARSHAN.COM

মাঠের কোণে যাবে দেখা
বৃষ্টিধারার ‘চিকে’ ঢাকা
কেয়াঝাড়ের মাথার’ পরে
নারিকেলের সারি।

শিল কুড়ায়ে বাঁধ্‌ব ‘মোয়া’,
লাঙ্গল দেব ভুঁয়ে,
কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ ডাক্‌বে ‘দেয়া’
আস্‌ব আমন রুয়ে।
আকাশ-ভাঙ্গা মুষলধার,
বাঁশের ঝাড়ে কি তোলপাড়,
পাকুর তেঁতুল ঝাউয়ের ঝাড়
পড়্‌বে নুয়ে নুয়ে।

তলতা বাঁশের ছিপ্‌টি হাতে,
‘ছাতিম-তলার’ ঘাটে
রইব বসে’ রৌদ্রমাখা
বৃষ্টিজলের ছাটে;
‘চারে’র মিষ্ট গন্ধে উতল
উঠবে লাফিয়ে রোহিত চিতল–
উড়িয়ে ‘ঢাউস’ গ্রামের ছেলে
মিল্‌বে খোলা মাঠে।

অবাক্‌ হয়ে’ দাওয়ায় বসে’
দেখ্‌ব দুপুর বেলা,
পরিষ্কার ওই আকাশ-আলোয়
পাখীর সাঁতার-খেলা;
কাঠঠোক্‌রা ঠোঁটের ঘায়ে,
গাছের হেলা গুঁড়ির গায়ে
সুড়ঙ্গটি কর্‌ছে গভীর–
পাখায় রঙের মেলা।

BANGLADARSHAN.COM

কাঠবিড়ালী বেড়ায় ছুটে’
রান্নাঘরের চালে;
জিহ্বা মেলে’ ধুঁক্‌ছে ‘ভুলো’
সাম্‌নে ঢেঁকিশালে।
গাছভরা ওই পেয়ারা-ফুলে
মৌমাছিরা পড়্‌ছে ঢুলে’
বয়ে’ বয়ে’ দোয়েল ডাকে
বাব্‌লা গাছের ডালে।

কামার-শালে বস্‌ব গিয়ে
রৌদ্র এলে পড়ি,
কয়লাগুলো রাঙ্গিয়ে দিয়ে
টানব যাঁতার দড়ি;
ঝুলের কাছে জম্‌বে ধোঁয়া,
কাঁপিয়ে ‘নেয়াই’ পিট্‌ব লোহা,
ছিটিয়ে দেব আগুন-যুঁই–
আলোর ছড়াছড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

শুন্‌তে যার ভারত-কথা,
রামায়ণের গান,
সীতার দুখে চোখের জলে
গল্‌বে মনঃপ্রাণ;
বনবাসের করুণ কথা
শুন্‌তে বুকে বাজ্‌বে ব্যথা,
ফির্‌ব ঘরে দুঃখভরে
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ।

মেয়েটি মোর আগ্‌বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি খোঁপায় পরে’
সাঁঝের আঁধিয়ারে;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দু’টি
আদর-দোলে উঠবে ফুটি’

‘ফণী-মনসার’ বেড়ায়-ঘেরা
‘দুর্গা-দীঘির’ ধারে।

শিউলি ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে’,
জ্যোৎস্নাধারা পড়্‌বে ঝরে’
দূর দেউলের পরে;
অঙ্গ মাজি’ দুধের সরে
ঘাটতি হ’তে ঘটটি ভরে’
সইএর সাথে গৃহিনী মোর
আস্‌বে ফিরে ঘরে।

সারাদিনের শ্রান্তিভরা,
শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম
ভোগ কবির রাতে।
না ফুটিতেই ঊষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখী,
ঝঙ্কারিব ‘জয় জগদীশ’
প্রাণের ‘একতারাতে।’

BANGLADARSHAN.COM

দ্বিপ্রহরে।

সুদূর স্মৃতি জাগায় আজি
ভাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে–
লাজুক মেয়ে উঠ্‌ল নেয়ে
চুলের গোছে ছড়িয়ে পিঠে!
নীলাম্বরীর তিমির টুটে'
রঙ্‌টি তোমার উঠ্‌ল ফুটে'–
কামিনীবন ফুটিয়ে গেল
সজল তোমার রূপের ছিটে।

কাণের পিঠে তিলটি তোমার
এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোখ–
দীঘির ঘাটে ওই যে আঁকা
দীপ্ত তোমার অলক্তক।
নারিকেলের কুঞ্জ-শিরে,
পদ্ম-ফোটা দীঘির নীরে,
ভাঁজটি খুলে' ছড়িয়ে প'ল
পরীর পাখার স্বর্ণালোক।

তোমায় সখি দেখেছিলাম,
সরম রাঙ্গা মধুর মুখ–
অন্তরাত্মা উঠ্‌ল কেঁপে
কণ্টকিয়া উঠ্‌ল বুক।
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে
জাগল শ্যামা কুঞ্জবনে–
কালো মেঘের রৌপ্য পাড়ে
জরির মতন রৌদ্রটুক্‌।

স্বপ্ন সম তার কাহিনী–
আজ্‌কে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে
নোনা আতার সোনার গায়ে

BANGLADARSHAN.COM

রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে;
দুর্ব্বা-শ্যামল নিম্বতল,
দীপ্ত নভো নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙ্গে
গাঙ্গের বুকে স্তরে স্তরে।

BANGLADARSHAN.COM

কাণে কাণে।

হের, সখি, আঁখি ভরি’ শুভ্র নীরবতা,
পাহাড়ের দু’টি পার্শ্ব, জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,
নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে,
সুর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু, মগ্ন কা’র ধ্যানে–
সন্তর্পণে হাতখানি রাখ মোর হাতে।
যাদুকর চন্দ্রকর তালের বাকলে
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ফলক;
মাধবীলতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি’ ধরে চন্দ্রালোক।
পাখী লুকায়েছে আঁখি পালক-শিখানে–
আজিকার কথা বঁধু কাণে কাণে।

BANGLADARSHAN.COM

শেফালী।

আর একবার বাতায়ন দিয়ে
বাতাস আসিল জোরে,
শিহরি’ উঠিল বালিকা শেফালী
শুইয়া মায়ের ক্রোড়ে;
নুইয়া পড়িল নীবক্ত ঘাড়,
নীল অঙ্গুলি শীর্ণ-অসাড়,
চোখের পাতায় সাঁজের আঁধার
জমিল বেদনাভরে।

জীবন-পুষ্প পড়িল ঝরিয়া
বক্ষে লইনু টানি’;
থুইলাম এই করতলে সেই
ছোট হাত দুইখানি।
তখনো হাসিটি অধরে লাগিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছে জাগিয়া জাগিয়া–
শুভ্র কপালে শেফালি-পরাগ
ঘুমায় স্নেহের রাণী।

ওই যে ওখানে শুভ্র-রজত
স্রোতটি বহিয়া যায়,
উহারি পুলিনে কোথায় শেফালী
লুকায়েছে বালুকায়।
একেক্‌টি করে’ তারা জ্বলে জলে,
চাঁদের রূপালি হাসি পড়ে ঢলে’,
কাঁদে গো তটিনী ছল-ছল ছলে
অফুরাণ বেদনায়।
দেববালা এক আসে নিতি নিতি,
ললাটে তারার টীপ–
চরণ ছুঁইতে উছলে সলিল
ডুবে যায় বন-মর্ম্মর,

BANGLADARSHAN.COM

স্বচ্ছতরল স্ফটিক লহর–
আঁচলে মুছিয়া অশ্রু উজোর,
ধীরে নোহাইয়া শির,
চুম্বন করে’ যায় সে হোথায়
ধূলি-কণা পৃথিবীর।

BANGLADARSHAN.COM

রেণু।

কথা আজো ফুট্‌লো না দুষ্টুর,
কিন্তু যেটি করতে বলো করে,
কণ্ঠ বেড়ি’ ছোট্ট দু’টি হাতে
ঠোঁটের পাশে ঠোঁটটি তুলে’ ধরে।

দৌড়ে আসে দেখ্‌বামাত্র মোরে,
উড়িয়ে দিয়ে কোঁক্‌ড়া কালো চুল;
সে যে আমার প্রাণ মৃণালের কমল,
সে যে আমার স্বপন-পুরীর ফুল।

সে দেয় ভেঙ্গে নীল আকাশের গুমর
চটুল চোখে দীপ্ত সজল হরষ;
দুধের রেখা-আঁকা অরুণ অধর
বুকের মাঝে দেয় রে সুধা-পরশ!

BANGLADARSHAN.COM

একটি রাতে ফুলিয়ে দু’টি আঁখি
ঘুমায় বাছা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে,
শিখানে তার জ্যোৎস্না পড়ে ফুটি’—
কি অভিমানে বুকটি তার বেঁধে।

রথে-কেনা ডুগ্‌ডুগিটি রাঙ্গা
রয়েছে ওই আল্‌মারিটির কাছে,
চীনের পুঁতুল, টিনের বাঁশি ভাঙ্গা,
শোলার পাখী ধূলায় লুটাতেছে।

দিলাম চুমু, রাত্রি তখন অনেক,
আস্তে আস্তে মুখটি করে’ নীচু—
অপার্থিব সুধায়-গড়া রেণুর
অধর-পুটে পেলাম নূতন কিছু।

মৃণু।

আকাশ যখন আবীরে ভরিল
অথচ তারকা নাই;
মেঠো পথ দিয়ে ধূলি উড়াইয়ে
ফিরিল পাটল গাই।
নধর চিকণ বাছুরের গায়
বিগলিত যেন মোম,
ক্বচিৎ ঊরুতে কভু বা উদরে
শিহরি’ উঠিছে রোম।
এমনি সময়ে একেলা বাহির
হইল মৃণাল-বালা;
এখনো তাহার গলায় দুলিছে
বাসর-কুসুমমালা;

BANGLADARSHAN.COM

চোখের কোণায় অতি সাবধানে
নিপুণ তুলিকা ধরি’
ভুবন-ভুলান রেখা কে টেনেছে
পলাশ বরণে মরি!
ভিন্ গাঁ হইতে নব বধূ কেউ
শ্বশুর-বাড়ীতে এলে–
মৃণু হয় তার প্রাণের দোসর,
বাঁচে সে মৃণুরে পেলে;
কিশোরী কলিকা পাঁপড়ি মেলিছে
অথচ বালিকা সে–
যারেই শুধারে তারেই মৃণাল
ভালবাসে সব চেয়ে।
চুলটি বাঁধিতে কিলটি তুলিতে
চুল্‌বুলে হাত দু’টি,
খোকা খুকী পেলে বুকেতে আগলি’
হাসিয়ে পলায় ছুটি।

মৃণুর মুখের হাসিটুকু তার
কোঁক্‌ড়া কেশের রাশি
নিমেষে নিমেষে নব রূপ ধরে,
মৃণুরে দেখিতে আসি;

ঘাসের উপরে বসেছে মৃণাল
তাল-পুকুরের তীরে,
দোলে গোধূলির সোণার নিশান
তাল বনানীর শিরে।
ঢেউয়ের সোহাগে শতদল বধূ
নিরুপায় প্রাণে নাচে,
কোনটি এখনো মুদিছে চক্ষু,
কোনটি বা মুদিয়াছে,
মৃণু সে মোদের চাহিয়া চাহিয়া
শ্যাম সলিলের পানে,
কি যেন একটা আকুলি ব্যাকুলি
পুষিল আপন প্রাণে;
মিষ্ট গলায় গাহিয়া উঠিল
পল্লীর প্রেম-গীতি–
অথচ মৃণাল বোঝে না কিছুই
বঁধুর মধু প্রীতি–
বঁধুর মধুর কথাগুলি লঘু
বাণের মতন বিঁধে,
চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়
ভাবগুলি সাদাসিদে।

লুকায়ে লুকায়ে দেখিনু প্রতিমা
তাল গাছ তলা থেকে,
পিয়াস না মিটে যতবার দেখি
চেয়ে চেয়ে দেখে দেখে।
শুষ্ক পাতার খস্ খস্ ধ্বনি
পলাল মৃণাল ধেয়ে–

BANGLADARSHAN.COM

রক্তিম সাঁজে মুক্ত চিকুরে
পলায় গ্রামের মেয়ে।
সে অনেক দিন দেখা হ'য়েছিল
তাল-পুকুরের ঘাটে;
আর আজ হেথা শাক বেচে মৃণু
'সর্ষে-জোড়ে'র হাটে।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবন-রাগ
ছাপায়ে পড়িছে লুটে,
রঙ্গে ভঙ্গে রবির রশ্মি
রোমে রোমে ফুটে উঠে;
ধূলা ঝুলিতেছে রুক্ষ অলকে
আলু থালু কেশপাশ,
মৃণুকে দেখিয়া থমকি চমকি
দাঁড়ানু তাহার পাশ–
কি দেখিনু চেয়ে– মানসী প্রতিমা,
অচল হইল আঁখি,
বুকের শোণিতে আশার ফলকে
লইনু চিত্র আঁকি।
বিধবা-বিবাহ? মৃণুকে বিবাহ?
কাঁপিল হৃদরতলে–
প্রাণ-পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চায়
জ্বলন্ত প্রেমানলে।
চলিলাম গৃহে, গ্রাম-পথে ধূলা,
সাপ গেছে পার হ'য়ে,
কোথাও পাখীর নখের ভঙ্গী
চোখে পড়ে রয়ে রয়ে।
সমাজের ভয়? বিধবা বিবাহ?
মানিব কি পরাজয়–
জ্বালিনু মৃণুর রতন-দীপটি
জীবন-রজনীময়।

BANGLADARSHAN.COM

জ্বালাতন হয়ে’ গ্রামের দয়ায়
ছাড়িয়া গেলাম গ্রাম,
আঁধারে আলোকে, পথে ঘাটে মাঠে,
মৃণালকে ঢাকিলাম;

মুখপানে তার চাহিয়া দেখিনু
কি দিব্য জ্যোতি ঢালা!
সমাজের শরে ঢাল সম হ’য়ে
দাঁড়াল মৃণাল-বালা।
ঘর বাঁধিলাম পাহাড়ের গায়
সাঁওতালদের সাথে,
পাটল একটি গাভী ক্রয় করি’
সঁপিনু মৃণুর হাতে;
মৃণার স্নেহের লতার তন্তু
আঁকড়িল গিরি-শিলা;
পা ডুবাত মৃণু স্বচ্ছ নদীতে
আনন্দ-লঘু-লীলা।
সোণার শলাকা বুনিত গগনে
রেশমি বসনস্তর
অস্ত তপন মুদিত নয়ন
শ্যাম অরণ্য’ পর।
সকাল হইতে মাঠে খাটিতাম,
মৃণু যেত ভাত নিয়ে,
পরীর মতন মেয়েটি আমার
অবাক্ রহিত চেয়ে;

চুড়ীর সহিত জড়াইত হাতে
মায়ের আঁচলখানি,
মাঠের মাঝারে কেহ নাহি শুধু
আমরা তিনটি প্রাণী;
চাহিতাম দূর দিগন্ত পানে–
সোনায় ফলেছে সোণা,

BANGLADARSHAN.COM

সার্থক ওগো উপত্যকায়
কমলার আলিপনা।
খাইতাম ভাত, চাহিতাম ভুলে
মৃণুর মুখের দিকে–
কি যেন মন্ত্রে যাদু করেছিল
মৃণু মোর মনটিকে;
মউল ফুলের মধুর গন্ধ,
স্তব্ধ দ্বিপ্রহর,
ক্বচিৎ পাখীর করুণ কণ্ঠ
পলাশ ফুলের পর'–
ধরিতাম চাপি' মৃণুর হাতটি
হাসিয়া চোখের কোণে
চুমু দিত মৃণু মেয়েটির গালে
মোদের স্নেহের ধনে।

BANGLADARSHAN.COM

মৃণুর প্রাণের নির্ম্মল রস
চোখের দুয়ার দিয়া
ঝরিয়া পড়িত মুকুতা-ধারায়–
মৃণু সে আমারি প্রিয়া।
এত গুণবতী মাধুরীর নদী,
তরুণী হেরিনি আর,–
হাসির চাইতে ভ্রূকুটিতে তার
ঝরিত সুধার ধার।
আর এক দিন, সেই শেষ দিন,
তখন অনেক রাতি,
মেঘের লীলায় শিহরি' মিলায়
রৌপ্য চাঁদের ভাতি;
ময়ূর কণ্ঠী চেলীর মতন
কুয়াসা গিরির শিরে,
সহসা উঠিয়া বাতায়ন দ্বার
খুলিয়া দিলাম ধীরে;

হেরিনু মৃণুর বাহুটি বেড়িয়া
ঘুমায়ে পড়েছে কেশ,
চুম্বন দিনু কপোলে তাহার
ভুলিনু লজ্জালেশ–

কি এক আবেশে মুগ্ধ জীবনে
হেরিনু কান্ত মুখ,
করপুটখানি ভরিয়া দিলাম
বনফুল-যৌতুক;
ঢলিয়া পড়িনু বক্ষে মৃণুর–
জীবন-মরণ মৃণু,
অধর-বাঁধুলি শোষণ করিয়া
নূতন মদিরা পি'নু;
মনে হ'ল সেই বালক-কালের
তাল-পুকুরের ঘাট,
মনে হ'ল সেই বিজুলি-বিভাস
'সর্ষে-জোড়ে'র হাট।
ঢলিয়া পড়িনু অবশ অঙ্গে
জাগিল না মৃণু আর–
স্বপনের রূপ ধরিল আমার
জাগরণ-অভিসার।
শেষ করি তবু, শেষ নাহি হয়,
অফুরাণ তার কথা,
অফুরাণ সেই চোখের ভঙ্গী
কালো কটাক্ষ-লতা।

এখনো-এখনো গভীর দুপুরে
সেই সে গিরির গায়ে,
এক্‌লা একাকী শালের বনের
রৌদ্র-খচিত ছায়ে,
হেরি তার মুখ কণ্ঠ-কাকলী
কাণটি ভরিয়া যায়–

BANGLADARSHAN.COM

উত্তর থেকে হুহূ হুহূ করে’
আসে এলোমেলো বায়;
সুদূর মাঠের প্রান্ত উজলি’
রূপার তাবিজ প্রায়
‘পাহাড়ে নদীর চিকণ রূপটি
সে মোরে দেখাত হায়–
আজ আমি একা কাছে নাই তুমি,
কই, কোথা প্রাণাধিকে,
এইখান্‌টিতে বেড়াতে যে তুমি,
এই পথে এই দিকে।
অলকের ফাঁদে রৌদ্র খেলিত,
দুলিত মুক্ত বেণী,
আসিতে লীলায় উড়িয়ে আঁচল,
পেরিয়ে শালের শ্রেণী,
তোমার চুলের ফুলের গন্ধ
আকূল করি মন,
কখনো সোহাগ্‌, কখনো সরম,
কখনো কঠিন পণ।
ওই বাজে তার চাবির রিংটি–
মুখে হাসি, চোখে লাজ,
নীল পাহাড়ের পইঠায় বসি’
পর আজি ফুল সাজ।
* * * * * * *
আনমনে ওগো ঘুমাইয়া পড়ি,
ঘুম যে সুখের বাড়ী,
ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে সে ওই পলায়,
পিছে ধাই তাড়াতাড়ি–
কই কই কই? ওই যায় ওই
হায় হায় করে হাওয়া–

BANGLADARSHAN.COM

ঝলসিয়া যায় প্রাণের ভিতর

হারালে যায় কি পাওয়া?

BANGLADARSHAN.COM

আজ।

আষাঢ় রাতের বৃষ্টি-ধারায়
হাওয়ার হুহূ শ্বাসে
বুকের ভিতর তুফান ওঠে,
চোখে জোয়ার আসে।
নতুন দু'দিন কাছেই ছিলে
দেখ্‌ত কেবা চেয়ে?
পুঁতির মালা পুতুল নিয়েই
ছিলাম লাজুক মেয়ে।
পড়্‌লে তখন তোমার চোখে
চম্‌কে কেঁপে উঠে,
কি সঙ্কোচে আতঙ্কে সেই
পালিয়ে যেতাম ছুটে।

BANGLADARSHAN.COM

দখিণ হাওয়ার দিনে যখন
ঘোম্‌টা দিতে খুলে',
আধ্‌ফুটন্ত চামেলী-হার
পরিয়ে দিতে চুলে,
এলিয়ে দিতে টেক্কা খোঁপা
রঙ্গভরা হাতে–
পণ করিতাম আস্‌ব না আর
তোমার ত্রিসীমাতে।
(হায়) ইঙ্গিতে কেউ তখন যদি
জানিয়ে দিত মোরে
দুরন্ত দিন আস্‌বে এমন
কাঁদ্‌ব ঘুমের ঘোরে।
রইবে তুমি পান্থ সম
আঁখির অন্তরাল
বদ্‌লে দেবে জীবনটি মোর
যৌবন-ইন্দ্রজাল।

বুঝ্‌বে কি এই কেঁদে কেঁদে
আঁধার রাত্রি জাগা?
জান্‌ত কেবা আপন হয়ে’,
দেবে এমন ‘দাগা’?

একটি বার আজ সাম্‌নে এসে
দাঁড়াও হৃদয়-সাথী?
সূর্য্য-সমান হও গো উদয়,
পোহায় না যে রাতি।
পারিনি নাথ জান্‌তে কিছুই
ফুট্‌ল মুকুল কখন্‌
হৈনু তোমার ব্যথার ব্যথী
চিরদিনের আপন!
ধূলা-খেলা চুকিয়েছি আজ
এই জনমের মত;
সাঙ্গ হে নাথ, “পুণ্য-পুকুর
পুষ্পমালার” ব্রত।
আজ্‌কে সখা তেম্‌নি আবার
পিছন থেকে এসে
চোখ দু’টি মোর দাও গো টিপে,
মৃদু মধুর হেসে।
কৌশোরে সেই থাক্‌তে কাছে
দেখ্‌ত কেবা চেয়ে?
দিইছি ভেঙ্গে তাসের ঘর আজ,
নাই সে লাজুক মেয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি।

তোমার আলো সব ভুলালো
লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি
চুলের তারার মালা;
পাখীর গানে কাঁকণ তোমার
বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি
তোমার সোহাগ পেয়ে।
অলক-ঢাকা কোমল পলক,
নয়ন গরবী–
কাঙ্গাল বায়ু যাচে তোমার
চুলের সুরভি।

BANGLADARSHAN.COM

কোহিনুরের টীপ্‌টি ভালে
কাণে রতন দুল,
বরণ কালের তরুণ বধূ
রে দুলালী ফুল।
এস নেমে আমার ঘরে,
তালী-বনের তলে
এস মানস– নন্দিনি মোর,
এস আমার কোলে।
সংসারে নাই ঠাঁই ঠিকানা,
এক্‌লা কাটাই দিন,
কৈফিয়তের ভয় রাখি না
সব দায়িত্ব-হীন।
বনের ফাঁকে কুড়িয়ে বেড়াই
শুক্‌নো ঝরা ফুল।
হিজিবিজি লেখা খাতায়
কাটি কতই ভুল।

(হের) দিগ্বলয়ে বেগুনি-নীল
গিরিশ্রেণীর চূড়ায়,
পরীরা ওই সারি সারি
মণির ফানুস উড়ায়।

হেথায় যাহা ভাবে আঁকা,
রূপে হোথায় রাজে,
জল-ধনুর বীণার তারে
আলোর সুরটি বাজে।
এস মানস– দুলালি মোর
আমার খেলার ঘরে,
তোমার রঙের ইন্দ্রজালে
দাও গো নয়ন ভরে।
তুহার আলো সব ভুলালো
লো অমরী বালা,
এস এস চঞ্চলিয়া
চুলের তারার মালা।

BANGLADARSHAN.COM

আষাঢ়ে।

আলুলিত চুল মাটিতে লুটায়ে দিয়া
কেঁদে-রাঙ্গা আঁখি ফুলায়েছে মোর প্রিয়া;
আষাঢ় আকাশে আঁধার ঘনিয়ে আসে,
জহুরী-চাঁপার সুরভি হাওয়ায় ভাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।
কদম ফুটেছে, পেখম ধরেছে শিখী,
শালুক-মেখলা পরেছে ‘রাণীর দীঘি’;
পূবে বাতাসের সজল-উতল শ্বাসে
ব্যাকুল বকুল জমেছে সবুজ ঘাসে,
আজি, আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।
নাচিছে দামিনী, মেঘে পাখোয়াজ বাজে,
সরমে কেতকী ফুটে আঙ্‌রাখা মাঝে;
কাজলের কোলে আলোকের লেখা ভাসে
ওগো ধারা-ঝর-ঝর এমন আষাঢ় মাসে,
আমি নাই শুধু আমার প্রিয়ার পাশে।

BANGLADARSHAN.COM

বিংশ শতাব্দীর মেঘ-দূত।

অথ,

বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়,
আষাঢ়সাই পয়লা,
ভরিল গগন নবীন নীরদে,
বরণ জিনিয়া কয়লা।
“শাপেনাস্তং-গমিত-মহিমা।”
যক্ষ এক্‌লা বসিয়া
কাঁদ্‌ছেন আহা, চক্ষু ফুলেছে
রুমাল ঘসিয়া ঘসিয়া।
প্রিয়ার সঙ্গে কত ভাব, আড়ি,
ঝগ্‌ড়া উঠিত পাকিয়া,
মনে হয় আর দেখেন আঁধার,
কহেন মেঘকে ডাকিয়া–

BANGLADARSHAN.COM

“ওগো পুষ্কর, প্রিয়ারে আমার
বিরহবার্ত্তা বোলো বোলো–
বলিতে বলিতে গিরি-কন্দর
তুষার-কণায় ছেয়ে প’ল।
প্রকোষ্ঠ হ’তে কনক-বলয়
এই দেখ ভাই ভ্রষ্ট,
হয়রান্ ভাই কুবেরের শাপে
মরণের বাড়া কষ্ট।
যক্ষগণের বাস্তু যেথায়,
যাও সে অলকা-পুরীতে;
আজ পরবাসে সজল বাতাসে
তুমি যথার্থ সুহৃৎ হে।
ফটিকের বাটি ভরিয়া সেখানে
তরুণীরা খায় ‘বারুণী’–
নহে হুইস্কি, শেরি, শ্যাম্পেন–

তা’ দিয়ে পেয়ালা ভরনি।
নাস্তানাবুদ করেছে রে ভাই,
ভাল তো লাগে না জীবন,
এখন কেবল দিবস গুন্‌ছি,
আষাঢ়ের পর শ্রাবণ।

পয় পয় করে’ বল্‌ছি তোমারে,
ভুলো না কথাটা ভুলো না,
হ্যাদে ধর ভাই, এই লেফাফাটা,
হারিও না আর খুলো না।
যেতে যেতে পথে, দেখ্‌বে কোথাও
ফলেছে জম্বু থোলো থোলো;
ওগো পুষ্কর, প্রিয়ারে আমার
শুষ্ক মুরতি বোলো বোলো।
যাইতে যাইতে পল্লীর পথে
হয়ত পড়িবে চক্ষে
বঙ্গভূমির তন্বী শ্যামারা
চলেন কলসী কক্ষে;
কারও বা মাথায় ফিরিঙ্গি খোঁপা,
ঘোমটা আধেক খসা,
কারও বা কপালে ‘কাঁচপোকা’ টিপ,
ভুরুর ভঙ্গী খাসা।
দেখ্‌বে কোথাও বালিকারা সব
পুজা করে হর-গৌরী,
সাম্‌নে দীঘিতে জল থই থই,
ডুব দেয় পাণকৌড়ী।

কোনো মেয়েটির হাসি মুখখানি
ঘাট্‌টি করেছে আলো,
পৃষ্ঠে এলান এক ঢাল চুল
ভোম্‌রার চেয়ে কালো।
দেখ্‌বে কোথাও অশথ-তলায়

BANGLADARSHAN.COM

জ্যাঠা ছেলেদের জটলা,
হারুর সঙ্গে তুমুল তর্কে
ব্যস্ত আছেন পট্‌লা;
‘টু’ দিতেছেন অটল চন্দ্র,
ভুলু হয়েছেন বুড়ী,
মহাসমারোহে খেলা চল্‌ছে সে
লুকোচুরি-হুড়োহুড়ি।
চারু ভাব্‌ছেন মৌলিক আমোদ
এবার ‘নষ্ট-চন্দ্রে’–
তিষ্টান’ দায় ‘বার্ড্‌সাই’ এবং
সিগারেট্‌টার গন্ধে;
এঁদের মধ্যে ওস্তাদ যিনি
বংশীতে দেন ফুঁ;
ভাঁজ্‌ছেন কেউ তোম্‌ তামা নানা,
কেউ ডাক্‌ছেন ‘তু।’
BANGLADARSHAN.COM
রায়েদের বাড়ী চলছে বিচার,
নৈশ এবং দৈন,
শিরীষটারে এক-ঘরে’ কর,
গিরীশটা কি স্ত্রৈণ!
বিদ্যাচুঞ্চ কর্‌ছেন বসে’,
‘পঞ্চনলী’র ব্যাখ্যা,
বেনারাস গিয়ে কেমন করিয়ে
চড়েছেন তিনি এক্কা;
বল্‌ছেন “বাপ দেখ্‌তে যদি সে
তিরিশ সালের বন্যে–
নিঃশ্বাস ফেলে চক্ষু মোছেন
অতীত কালের জন্যে।
প্রপঞ্চ এই বিশ্ব দৃশ্য,
অনিত্য ইহ চরাচর,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-যৌবন

চলিয়া আসছে বরাবর।
পিঁপড়ের মত মানুষের সার
যাচ্ছে ফিরিয়া আস্‌ছে,
প্রবীণেরা পড়ে ‘মোহমুদ্গার’,
নবীনেরা ভালোবাস্‌ছে।
যাক্ বাজে কথা, যাও পুষ্কর
অলকার সেই কক্ষে,
রুখুভুখু চুলে কাঁদিছে রূপসী,
বীণাটি ভিজিছে বক্ষে।
যাও মেঘ, ভাই যাও তুরন্ত,
অধিক কি আর বল্‌ব–
জলভরা চোখ রুমালে চাপিয়া
কত কাল বলো জ্বলব,
বড় সুখে ভাই ছিনু অলকায়,
সে এক স্বপ্ন রাজ্য
রোজ রোজ ভাই ভোজের ফর্দ্দ,
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য,
জাফ্‌রান-রাঙ্গা মটন কোর্ম্মা,
চপ কাট্‌লেট পোলাও,
তস্য উপরি ল্যাঙ্‌ড়া আম্র
এবং রাবড়ী ঢালাও।
মিটাতাম তৃষা চাখিয়া চাখিয়া
আনারকা মিঠা শর্ব্বৎ;
গড়্‌গড়া থেকে উড়িয়ে দিতাম
ধোঁয়ার বিন্ধ্য পর্ব্বত।

ছয়লাপ আজ ময়দান ভাই
‘ইল্‌শে গুঁড়ুনি’ ঝর্‌ছে–
দেবতাগুলোর মধ্যে দেখ্‌ছি
বরুণ বাবুই ‘খরচে।’
চল্‌লেন মেঘ, কম্ফর্টার্‌টি

BANGLADARSHAN.COM

কণ্ঠে জড়ান যক্ষ,
পাছে হ'য়ে পড়ে 'নিউমোনিয়া',
হাঁসফাঁস্ করে বক্ষ।
একে এসেছেন বিদেশ বিভুঁই,
তা'তে কাছে নেই পরিবার,
রোগ হ'লে 'ম্যাও' ধরিবার
এবং একজাই পাখা করিবার।

BANGLADARSHAN.COM

বন-পথে।

নাগকেশরের গন্ধে পাগল
সান্ধ্য ফাগুন হাওয়া,
কুণ্ঠিত কেন কণ্ঠ তুহার?
কোন্ সুরে যায় গাওয়া?

বন-পথে আজ ফুল-দোল-লীলা,
কুঙ্কুম ভাঙ্গে রঙ্গণ;
'জল-তরঙ্গ' ঝঙ্কার তুলি'
বাজাও শঙ্খে কঙ্কণ।

ছুটাও উধাও মনোরথ অয়ি
নন্দন-বন-বল্লি,
প্রেম-সৌরভে গৌরবময়ি
ফুল্ল চন্দ্রমল্লি,
চাহ খঞ্জন-চঞ্চল চারু
নয়ন-ভঙ্গী সঙ্গে,
লুটাও লীলায় মস্‌লিন-ওড়্না
ফাল্গুন মধু-রঙ্গে।
আজি, বর্ষণ-শেষে 'শোণের' মতন
ভরা যৌবন তুহার,
ছোটে, কাণায় কাণায় রূপের তুফান
পদ্মরাগের জুয়ার।
মানায় কি আজ শঙ্কা সরম
নয়ন-ইন্দীবরে,
লোলুপ আজকে অধর-ভৃঙ্গ
গন্ধ-মধুর তরে
হের, দীপ-প্রবাল পলাশ বনটি
মাঠের প্রান্তে আঁকা,

BANGLADARSHAN.COM

আবীর-বর্ণ রবির বিম্ব
মেঘ-চুম্বন-মাখা।
এমন মঞ্জু বসন্ত সাঁঝ,
ঝিল্লীর কলগুঞ্জন–
মিছে আজ এই মৌখিক লাজ
লজ্জার অনুরঞ্জন।

BANGLADARSHAN.COM

সরযূর মৃত্যু।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

বিবাহের পর সরযূর পিতা নির্দ্দিষ্ট বর-পণের কিয়দংশ পরিশোধ করিতে পারেন নাই, সেই অপরাধে বালিকা শ্বশুর-গৃহে বন্দিনী রহিল। ভগবান রোধ হয় সেই মর্ম্মাহতা বালিকার নীরব করুণ প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন। মৃত্যু আসিয়া তাহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ করিয়া দিল।

রজনীগন্ধা ফুটিয়া উঠিলে,
দখিণে বাতাস লুটিয়া ছুটিলে
চুপে চুপে তারকার রূপে
দেখা দিল এক কবি–
ডাকিল সরযূ, দেখিল সরযূ
ঊষার তুষার-ছবি।
মুরলী গাহিল গান,
অমর-লোকের তান,
বিঁধিল বালার মরম-সরোজ,
মধুর করুণ প্রাণ।

BANGLADARSHAN.COM

ফাঁকি দিল বালা লোহার বলয়,
কঠোর পাহারা, দানগ-আলোয়–
পরীর পাখায় ফাগুন রাকায়
মিলাল মাধবী-ধ্যান–
মানব-নখের আঁচড়টি সয়
সরযূ কুসুম তেমন গো নয়,
অত সুকুমার সুষমার সার
সরযূ পলাল হায়–
বনতুলসীর মধু-মঞ্জরী
হেলায় ঝরিয়া যায়।
বাজিতে লাগিল কুহক-বাঁশরী,
ধরার স্বপন গেল সে পাসরি’
গাছের গানের স্বরে–
পাগল সাগর’ পরে

ভাসিয়া চলিল সরযূর হাসি,
হাসিল সলিল জোয়ারে উছাসি'–
বাজিতে লাগিল কবির সে বাঁশী
গভীর স্নেহের ভরে,
ফেনিল সাগর' পরে।

এই পথ দিয়ে যাইতাম চলে',
দেখিতাম ওই জানেলার তলে
কাঁদিছে বালিকা ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া
বুক-খালি-করা সুরে–
মার কোল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে' তারে
মারিলে খাঁচায় পূরে'–
মনে হ'ত তার পিতার আলয়,
ভা'য়ের মুখটি, মায়ের হৃদয়–
স্নেহের কণাটি দাওনি নিদয়,
দিলে সে থাকিত না কি?
সরযূবালার চোখের কোণটি,
সরযূবালার আকুল মনটি,
ছিঁড়িয়া তোমার হীরার কণ্ঠী
সরযূ দিয়াছে ফাঁকি।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন খেয়া।

নেই কি মনে সেকালে সেই
দাঁড়াতে ওই চাঁপার ছায়ে?
শিউলি ফুলের বৃন্ত-রঙ্গীণ
আঁচলখানি জড়িয়ে’ গায়ে?
(এই) হৃদয়-তুরগ ফিরিয়ে দিলে
বকুলমালার বল্গা টানি’
মধুর দু’টি গণ্ড কূপে
প্রবাল-প্রভা ফুট্‌ল রাণী।
জাগ্‌ছে মনে দোলের দিনে
রঙ্গে চোখে আবীর দেওয়া–
বিজয়াতে জ্যোৎস্নারাতে
লুকিয়ে তোমার প্রণাম নেওয়া

BANGLADARSHAN.COM

বকুল আজও তেম্‌নি ব্যাকুল,
ভিন্ন নয়কো একটি তিল,
শ্যামার শিসে উতল হাওয়া,
নীল আকাশ ওই তেম্‌নি নীল।
সাঙ্গ আজি সে পথ-চাওয়া,
বন-কাঁপানো রেণুর তান।
এখনকার এ নূতন তৃষা,
নূতন দাবী, নূতন দান।
এ পারের এই খেলার ঘরে
আজ্‌কে মোদের কুলায় না–
চুম্বনে নাই দ্রাক্ষা-ধারা,
কটাক্ষ ও আর ভুলায় না।
মাঠের কোণে, তালের বনে
জম্‌ছে কালো ভুষোর রাশ;
মিলিয়ে এল স্মৃতির আলো,
সুখের শানাই, দুখের শ্বাস।

ছাড়্‌ল মোদের নতুন খেয়া
ভাঙ্গন-ধরা নদীর পাড়–
নিব্‌ল পিছে অন্ধকারে
আতস বাজীর তারার ঝাড়।

BANGLADARSHAN.COM

শেষ বাসরে

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রুধারায়
আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায়
সোহাগভরে;
প্রভাতে প্রদোষে সুখে দুখে মোর
পরায়ে দিয়াচ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণভরা কঙ্কণপরা
দু'খানি করে–
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি–
শেষ বাসরে।

মনে পড়ে আজি আমাদের সেই
বিবাহ-রাতি,
স্পন্দিত-বুকে হইনু দু'জনে
জীবনে সাথী;
চারিদিকে দোলে আলো আর ফুল,
পল্লী-সখীরা প্রমোদে আকুল,
দীপ্ত-ভূষণ রঙ্গমহল,
রূপের ভাতি,
মধু-পরিহাস-রস-উচ্ছল
'বাসর' রাতি।
মনে পড়ে সেই 'কনকাঞ্জলি'
পিতার হাতে,
হৃদয়ে ঝঞ্ঝা, বিদায়-সজল
আঁখির পাতে;
সীমন্তিনীরা শিবিকা-দুয়ারে,
চোখে জলভার, ঘিরিল তোমারে–
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই
ধরিল 'তোড়ী'–

BANGLADARSHAN.COM

গমকে গমকে সুর-মূর্চ্ছনা
কোমলে-কড়ি।

মনে পড়ে সেই ধূসর অলকে
দাঁড়ালে এসে–
পা দু'টি ডুবায়ে দুধে-আল্‌তায়
বধূর বেশে;
পথ-ধূলি-ম্লান সুকুমার শ্রীটি,
লজ্জাবতীর সম নত দিঠি,
অয়ি মঙ্গলা, আলয়-কমলা
ভুলালে মোরে,
পুরলক্ষ্মীরা হইল তোমারে
'বরণ' করে।

ফুলশয্যায় দিব্য হাসিটি
যাইনি ভুলে,
ঝল্‌মল্ দু'টি পান্নার 'দুল'
কর্ণমূলে।
বক্ষঃ-কারায় রুদ্ধ উতলা,
প্রেম-নর্ম্মদা, পূত-নির্ম্মলা,
ভাঙ্গি' সরমের মর্ম্মর-গিরি
তূর্ণ ধায়–
মোতিয়া বেলার গন্ধ-বিলাসী
মন্দ বায়।

মনে পড়ে সেই নবযৌবন–
গরবী গ্রীবা–
মুকুরে দীপ্ত বয়ঃসন্ধি–
বিজুলী বিভা–
তখন তরুণী, ছিলে না বুকের
ছিলে না মরমী দুখের সুখের–
হেরেছিনু শুধু মঞ্জু ভ্রূযুগ
নিন্দি' রতি',

BANGLADARSHAN.COM

স্বর্ণ-অতসী-তনু-লতিকার
পেলব জ্যোতিঃ।

মনে পড়ে সেই মধু-মালতীর
বীথিকা দিয়া
চলে’ যেতে প্রিয়া ভুজ-বল্লরী
চঞ্চলিয়া–
মাথার উপরে কোজাগর শশী,
পল্লব-ছায়ে বসিতে রূপসি,
রূপালি আলোর আলিপনা-আঁকা
বেদীর’ পরে–
ধ্যানের রাজ্যে প্রীতি-পারিজাত–
মেখলা পরে।

কতদিন সেই কাঁপায়ে কাঁকণ
ক্ষণিমা সম,
চাবির ‘রিংটি বাজায়ে আসিতে
সুমুখে মম;
হেরেছি প্রতিমা, প্রীতি-ভ্রূভঙ্গে
লাজ-সঙ্কোচে মুদিত অঙ্গ,
পরশি’ অধরে শিশুর অধর
দাঁড়াতে হেসে’;
লুটিত আঁচল নীলাম্বরীর
চরণে এসে।

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
‘সন্ধ্যা’ দিতে,
মাটির ‘দেউটি’ যতনে ঢাকিয়া
আঁচলটিতে;
ভক্তি-উজল মুখ-উৎপল,
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল,
চোখাচোখী দোঁহে দাঁড়ানু থমকি’
পাটল সাঁঝে,

BANGLADARSHAN.COM

গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত
দেউল-মাঝে।

হের, সখি, সেই দিনান্ত-তারা
তেম্‌নি জ্বলে,
ডালিম-ফুলের রঙ্‌টি ফলান'
মেঘের কোলে!
খেলাঘর ভরি' উঠে কলরব,
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব–
মিছা পরিণয় চতুর্দ্দোলায়
উলুর রবে;
জীবন-ঊষায় বিনোদ ভূষায়
সেজেছে সবে।
আজি, পূর্ব্বরাগের ফেনিল তুফান
গেছে গো সরি'
যুগ্ম-হৃদয় স্বচ্ছ সলিলে
উঠেছে–
আগে যা' বুঝিনি আজি তা' বুঝেছি,
কাছে যা' ছিল তা' স্বপনে খুঁজেছি,
দু'জনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি
পুলকভরে–
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি–
শেষ বাসরে।

BANGLADARSHAN.COM

মনোহারিকা

বন-ফুলের বরণ-মালা
পাতার কোলে দুলিয়ে রে,
বল্ রে তৃণ, বল্ আমারে
কোন্‌খানে সে লুকিয়েছে?
ঐ নারিকেল গাছের ঘন
কুঞ্জবনের আব্‌ছায়ে,,
বল্ কোথা তার কুন্দমালা
পথের ধূলায় লুটিয়েছে?

একলাটি সে থাক্‌ত শুয়ে
সাঁঝের আলোর ঝল্‌মলে,
ডুবিয়ে দিয়ে কোমল তনু
দূর্ব্বাদলের মখ্‌মলে–
এলিয়ে দিত ফুলের বাজু–
উজল ভুজ-বল্লরী,
কাঁটাহারা-তরুণ-গোলাপ–
শাখার-মতন ঢল্‌মলে।

দেখেছি তায় লোকের ভিড়ে
রাস-দেউলে দাঁড়িয়ে সে
কল্কা-পেড়ে শাড়ীর কোণা
তর্জ্জনীতে জড়িয়েছে;
এক-মনে সে শুন্‌তেছিল
কাণুর গানের অন্তরা–
ব্রজ-বধূর দীর্ঘ শ্বাসে
চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে।

সে যে আমার গানের মধু
মানস-বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর

BANGLADARSHAN.COM

ফাগুন-মুকুল-মঞ্জরী;
কোন্ সে দেশে হাওয়ায় ভেসে’
কোথায় সে যে লুকিয়েছে–
কতদিন আর পথের পানে
চাইব দিবা-শর্ব্বরী!

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নলোকে

হেথায় তা'রা নাইতে নামে
ভাসিয়ে তরী জ্যো'স্নামাঝে
গিরি-দরীর মুক্তাধারা
নীরব রাতে উচ্চে বাজে।
লুটায় তাদের বসন-ঝালর
ধূসর পাষাণ-সীঁথির তটে–
অফুট ভাষে পথের পাশে
ফুলেরা সব শিউরে ওঠে।

তা'দের চুলের ফুলের বাসে
গন্ধ হাবায় গোলাপ-বেলা–
কে অপ্সরী সারঙ্ বাজায়,
কি অপরূপ সুরের খেলা!
নিদাঘ-রাতে রাখাল-ছেলে
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে প'লে
স্বপ্নে শোনে নূপুর তাদের
গুঞ্জরিছে গিরির কোলে;
তন্দ্রা ভেঙে দেখে তাদের
দূর-আকাশে মিলিয়ে যায়,
পাখায় ঝরে সোণার রেণু
জ্যো'স্না-মাখা মেঘের গায়

BANGLADARSHAN.COM

গান

তালের-সারি-আঁকা জলে
পদ্মমালা হেলে দোলে,
ঘাসের বনে কি সুষমা
শুভ্র শেফালির!
রৌদ্রঢালা সুনীল গাঙ্গে
ঢেউএর শিরে হীরক ভাঙ্গে,
তীরে-নীরে শিবের দেউল
ত্রিশূল-তোলা-শির।

বনের ফাঁকে, গিরির কোলে,
শঙ্খচীল ওই হাওয়ায় দোলে–
কি বিচিত্র রঙ্গভঙ্গী
কানন-কুরঙ্গীর!

BANGLADARSHAN.COM

ঊষার সোণার-কলস-জলে,
সন্ধ্যারাণীর চেলাঞ্চলে–
কোহিনূরের কিরণ-ঝারি
মোদের জননীর।

দীর্ঘ আখের ক্ষেতের ধারে
শরের বনে বিলের পারে,
জড়িয়ে ধ'রে চাষীর গলা
ঢাল্‌ব আঁখির নীর।

মিল্‌ব তাদের রোগে শোকে,
ব্যথার-ব্যথী-দরদ-দুখে
আপন করে' নেব তাদের
বাঁধন সুনিবিড়।

পদ্মাতটে

সান্ধ্য পবনে নিদাঘের দিনে,
শরীর ডুবায়ে’ ঘন শ্যাম তৃণে,
ধরণীর স্নেহ-করের পরশ
জীবনে আমার বুলায় হরষ
ঝাউএর ঝালর ঝুলায়ে।

সাম্‌নে পদ্মা, ভাঙ্গা উঁচু পাড়,
সাঁঝের হাজার বেলোয়ারী ঝাড়–
উঠিল মন্দ্র দেব-আরতির,
উড়ে যায় পাখি দূর-পল্লীর
কাকলি-মুখর কুলায়ে।

সোণালি-সবুজ গাঙ্ ভরা জল
একূল-ওকূল করে টল্‌মল্–
মেঘ-রথে কা’রা করে আনাগোনা
দুলায়ে উড়ায়ে তসর ওড়্না
ভাঁজে ভাঁজে ছায়া জড়ায়ে।

ভাঙ্গিল নিমেষে সে রঙ্‌মহল,
নিবিল গোধূলি গোলাপ পাটল;
লুকোচুরি শেষ কিরণ-হুরীর,
মণির মিনার মেঘের পুরীর
কোথায় গেল রে মিলায়ে?

হেরি নৈর্ঋতে মথিছে মরুৎ
ঊর্দ্ধ-শুণ্ড দিগ্‌গজ-যূথ,
পন্নগ-শিখা স্ফূরৎ-প্রতাপ,
গুরুগর্জ্জদ্-জলদকলাপ
ঝলে কি দীপক জ্বালায়ে!

BANGLADARSHAN.COM

ওঠে উল্লোল বিদ্রোহ দোল,
মত্ত-নটন-মন্থন-রোল,
কোটি-কোদণ্ড-টঙ্কার-রব,
বাজে যুগপৎ, রুদ্রোৎসব
নীল মেঘাদ্রি দোলায়ে।

লুটিয়ে বালুকা-কুহেলি-আঁচল
ছুট্‌ল পদ্মা ক্ষিপ্ত-উতল–
ফুৎকারে কা'র চূর্ণ দু'পাড়,
অম্বর ভরি' ওকি তোলপাড়
ওঠে চরাচর কাঁপায়ে!

কোন্ মোহিনীর বিজয়-চমূর
অযুত তুরীর বিচিত্র সুর,
বাজে উতরোল? আলোর আখর
লিখিল গগনে কোন্ যাদুকর
অনলের ফুল ছড়ায়ে?

BANGLADARSHAN.COM

এমনি উজল ক্ষণিকা-খেলায়,
খণ্ডপ্রলয়-বজ্র-জ্বালায়
দহিয়া দহিয়া সহিয়া সহিয়া,
আছি গো অসাড় পাষাণ হইয়া
আশার দীপালি নিবায়ে;

দখিণ বায়ুর বিলোল বিলাস,
লতিকা-বিতানে যূথিকার বাস,
নদী-সৈকতে বিভাত-কিরণ,
আর তো তেমন মাতায় না মন
শোভার পসরা সাজায়ে;

নাই সে মোহিনী পৌর্ণমাসীতে,
চিত্রা রোহিণী, চাঁদের হাসিতে,
নীহারিকা-পথে মনোহারিকার
ফোটে না সীঁথির রতন-বীথির

জ্যোতির সেতার বাজায়ে।

নীল পদ্মার শুভ্র বেলায়,
বুক ভরা হাসি হারায়েছি হায়–
কবে চূরমার সুখ ফুলদান,
ফুরাল শুক্ল আলোর তুফান
কজ্জলজাল ঘনায়ে।

ঢাকিল মসীতে মানস কানন,
যা'কিছু আছিল আঁখি-রঞ্জন–
আঁধারে বিধুর ধূ ধূ করে মাঠ,
কপিশ আকাশে উদাসীন ঠাট
কে আছে স্তব্ধ দাঁড়ায়ে!

ঘর্ঘর-ঘোষ বজ্রস্বনিতে
লহর তলিল সকল শোণিতে–
হেরিনু মূরতি ভীতি-গুঞ্জন,
কণ্ঠে দোদুল হরিচন্দন
পরাগের ধূম উড়ায়ে।

জানিনে যাত্রা কোন্‌খানে শেষ,
কবে উতরিব সন্ধ্যার দেশ–
পূর্ণ পক্ক ফলের মতন,
বৃন্ত ভ্রষ্ট টুটিবে জীবন
সকল বেদনা এড়ায়ে।

BANGLADARSHAN.COM

হারা

চন্দ্রকিরণ লুকায় তখন
গাছের পাতার ফাঁকে,
ফাগুন মাসের উতল বাতাস
আখিবিথি খোঁজে তা'কে–
মুক্ত চিকুরভাবে,
কুঞ্চিত জলধারে,
অঞ্চল তা'র ঝাঁপায়ে পড়েছে
নীল তটিনীর বাঁকে!

আজীবন তা'রে সেবিয়া আসিনু
ভুলিয়া সকল কাজ,
বাঁশরীর সুরে মজিয়া রহিনু,
ধরিনু পাগল-সাজ,–
শুভ্র ফাগুন রাতি
মলয় উঠিল মাতি'
দুয়ারে আমার মাধবী-মুকুল
ঢাকিল সকল লাজ।

জীবন লইয়া কি খেলা খেলিনু,
কি ভাবিল সখী মোর,
অলক-বিজুলী ধূলায় ঢাকিয়া
ভরিল সে মোর ক্রোড়–
শান্ত গভীর আঁখি
করুণ কান্তি মাখি'
কি কহিত মোরে নীরব ভাষায়
জড়ায়ে পুষ্প-ডোর!

বৈশাখী-চাঁপা-নগ্ন অঙ্গ
ফুটিত ফুলের সনে,
আকাশের পানে চাহিত কিশোরী,

BANGLADARSHAN.COM

ভাবিত কি আন্‌মনে;
দেখিতাম চেয়ে চেয়ে
কোলে তা’রে সোণা মেয়ে–
সুদূর হইতে বংশী বাজিতে
সন্ধ্যার সমীরণে।

সুখের কুঞ্জ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,
শূন্য সাজান’ ঘর,
চুরি গেছে মোর বুকের মাণিক
জ্যোৎস্না-ডোবার পর–
কি ভুলে ভুলিব আর,
তরুমূলে বার বার
শুনি এসে তা’র মঞ্জু সেতার,
মঞ্জীর মন্থর।

BANGLADARSHAN.COM

পাগলিনী

আকাশ কোমল লাল,
পুণ্য প্রভাত কাল,
আছিনু গ্রামের ঘাটে,
ফুটেছে মটর ফুল,
নিশার মুকুতা দুল
ছড়ান’ সবুজ মাঠে।

পরণে বসন লাল,
খোলা কুন্তলজাল,
কাছে এল এক বালা;
গ্রীবাটি বাঁকায়ে ধরি’
দাঁড়াইল সুন্দরী–
আননে করুণা ঢালা।

BANGLADARSHAN.COM

পায়ের আলতা লাল
চুম্বিল কেশজাল,
নত করিল সে মাথা;
গৌর-কণ্ঠে তা’র
ভাতিল দীপ্ত হার
শুভ্র শেফালী গাঁথা।

সহসা নিকটে আসি’
উঠিল উচ্চে হাসি’
প্রতিধ্বনি দিল সাড়া–
দাঁড়ায়ে রহিল চুপ,
দেখিনু আরেক রূপ,
নীল চোখে কালো তারা–

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে
দেখাল মাঠের শেষে
ধূমরাশি পানে চেয়ে–

সমুখে জাগিল ধরা,
পাগ্‌লী পাগলে ভরা,–
কাঁদিল অবুঝ মেয়ে।

বুকটি দু'হাতে চাপি'
ভীত পাখী সম কাঁপি
বসিল ধূলার' পরে;
কি বলে' সুধাই তা'য়;
কথা না জুয়া'ল হায়–
ভাসিনু নয়ন লোরে।

তখন মেঘের' পরে
সোণার তুফান ঝরে,
চাতকী মেতেছে গীতে;
দাগ দিয়া নীল নীরে
দূরে-খেয়া-তরী ভিড়ে–
ফিরিনু ব্যাকুল চিতে।

BANGLADARSHAN.COM

বন্দনা

তব আরতির পূজা-উপচার
সাজায়ে আজি,
অঞ্জলি ভরি’ এনেছি জননি
কুসুমরাজি;
জ্যোৎস্না রেণুর ঝিকিমিকি রচি’
আঁচল-ভাঁজে,
দাঁড়াও আসিয়া আমার মানস–
সরসী-মাঝে।

এস মা কবিতা-মুকুতা-মালিকা
কণ্ঠে পরি’,
নন্দনবন-তরুমর্ম্মরে
শ্রবণ ভরি’–
শুভ্র অভয় স্নেহ-কর-শাখা–
পরশ লাগি’
স্পন্দিত প্রাণে আছি মা দীর্ঘ
প্রহর জাগি।

তোমারি বিশ্ব-বিনোদ বীণার
দিব্য তানে
তন্ময় হয়ে’ রহিব, সারদে,
তোমারি ধ্যানে;
স্বচ্ছ বিশদ, উজ্জল ভাষা
দাও মা দাসে,
গাঁথিব পুণ্য বাণীর মাণিক
ললিত ভাষে।

কল্পে কল্পের তব করুণায়
কণিকা লভি
ধন্য হয়েছে কত অভাজন

BANGLADARSHAN.COM

ভক্ত কবি,
বিচিত্র বাণী করেছে রচনা
অমৃতে তরি’
অক্ষয় যশোময়ূখ-মুকুট
গিয়াছে পরি’;

কত অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ
ছন্দে গাঁথি’
এনেছে ধরায় বৈজয়ন্ত
অরুণ-ভাতি,
সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত
শেখর হ’তে
উঠে মা তোমার বোধন-মন্ত্র
শ্লোকের স্রোতে।

মনে পড়ে তীর ‘সরস্বতী’র,
ছায়ায় ঢাকা;
রক্ত ফলের বর্ত্তুলে ভরা
বটের শাখা,
নৈমিষবন, হোম-হুতাশন,
সুরহি হবি,
বাকল-বসনে ধ্যানের আসনে
তাপস-কবি।

এস মা তুষার-কুন্দ ভূষণা,
হে বীণাপাণি,
প্রসীদ, বরদে, পরসাদ-রেণু
দাও মা বাণি;
মার্জ্জনা কর অপরাধ মম
এ আরাধনে,
এস গো জননি, এস সেবকের
হৃদয়াসনে।

BANGLADARSHAN.COM

সমর্পণ।

মান কুড়াইয়া কি হ’বে?
যা’ আছে রে তোর পণে প্রান্তরে
দান কর্ তুই নীরবে;
আর, মান কুড়াইয়া কি হবে?
দে রে দে রে লাজ ভাসায়ে,
সাজ্ আজ তুই পথের পাগল
ঘৃণায় প্রণয় মিশায়ে।
খুলে ফেল্ ফুল-আঙিয়া
বালুকার ঘরে লুকোচুরি খেলা
সন্ধ্যায় যাক্ ভাঙ্গিয়া।

জীবনে বরিষ’ আমিয়া,
সকলের কাছে মহিমার মাঝে
ফলভরে থাক’ নমিয়া।
সমস্ত যাও সহিয়া
শত অবজ্ঞা, শত বিদ্রূপ
যাও নতশিরে বহিয়া।
মিছে, মান কুড়াইয়া কি হবে?
যা’ আছে রে তোর পথে প্রান্তরে
দান কর্ তুই নীরবে;
আর, মান কুড়াইয়া কি হ’বে!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥